দৈনিক ইনকিলাব 15
তারিখ 06 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা শিক্ষার কতিপয় সমস্যা

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা নামে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে সরকার তাকে 'বিশেষ শিক্ষা' নামে অভিহিত করেন। বিশেষ শিক্ষা কেন বলা হয় এক কথায় তার জবাব পাওয়া যাবে না। বিশেষ শিক্ষাকে 'ইসলামী শিক্ষা' নামে অভিহিত করা যায়। বাংলাদেশ বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই শিক্ষার সার্টিফিকেট যে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে একথা স্বীকার করতেই হয়। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল মানকে এসএসসি, আলিম মানকে এইচএসসি, ফাজিল মানকে স্নাতক ও কামিল মানকে স্নাতকোত্তর সমমান দেয়া হয়েছে। চাকরির ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার সার্টিফিকেটের মানের কোন পার্থক্য নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা বিশেষ সুখবর। কিন্তু দরখাস্ত আহবান করা ও চাকুরি পাওয়া এক কথা নয়। বিভিন্ন কারণে চাকরির ইন্টারভিউ বা বাস্তব জীবনে মাদ্রাসার ছেলেরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের সংগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। এর কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আজকের আলোচনা।

১৯৮৮ সন হতে মাদ্রাসা শিক্ষায় পূর্ণভাবে আলিম, ফাজিল শ্রেণীতে যথাক্রমে এইচএসসি, স্নাতক মানের সিলেবাস ও বই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোরআন হাদিস ও আরবী সাহিত্য ছাড়াও সাধারণ বিষয়ে বাংলা, ইংরেজী, ইসলামের ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য বিষয়ে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও কলেজ-বিশ্বদ্যিালয়ের মতো সমস্ত বিষয়ই ঐচ্ছিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত। এটা সুখবর যে মাদ্রাসা শিক্ষা এখন বিশ্বের দরবারে সমান অধিকার নিয়ে দাঁড়াতে পারবে।

যে সিলেবাস ও বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে বিষয়গুলো পড়াবে কে? এখন এ প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একাধিক অধ্যাপক নিয়োজিত আছেন। যার ফলে কলেজের বাংলা প্রভাষক কোন সময়ই ইতিহাস বা পৌরবিজ্ঞান পড়ান না, কিন্তু মাদ্রাসার প্রতি বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রভাষক নেই। এমনকি মাদ্রাসার সিলেবাস ও সার্টিফিকেট যদি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানেরই হয় তবে অবশ্যই প্রত্যেক বিষয়ে প্রভাষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। সাধারণ বিষয় ছাড়াও হাদিস কোরআন ও আরবী সাহিত্য পড়ানোর জন্যেও বিষয়ভিত্তিক প্রভাষক নেই। একজন হয়তো হাদিস বিষয়ে কামিল পাস প্রভাষক। তিনি কোরআন তাফসীর বা আরবী সাহিত্য পড়াচ্ছেন। তেমনি একজন হয়তো আরবী সাহিত্যের প্রভাষক তিনিই হয়তো কোরআন তাফসীর বা হাদিস পড়াচ্ছেন। অনুরূপভাবে একজন বাংলা প্রভাষককেই ইংরেজী, ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান বা অর্থনীতি পড়াতে হচ্ছে। বিষয়টি দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ভিত্তিক অধ্যাপক পাওয়ার ফলে তাদের জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পায় নিঃসন্দেহে। একজন অধ্যাপক সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন না। তাকে বিশেষ একটা বিষয়েই স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করতে হয় এবং তিনি উক্ত বিষয়েই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মাদ্রাসা শিক্ষাতে উচ্চতর গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করার সুযোগ নেই

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে প্রত্যেক বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত পাঠ্য ও রেফারেন্স পুস্তক থাকা বাধ্যতামূলক। বিশেষ দু'চারটা ছাড়া দেশের কোন মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে তেমন বই নেই। এমতাবস্থায় মাদ্রাসাগুলোতে উচ্চ শ্রেণীসমূহে শিক্ষকদের পাঠ্যদান করতে হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরাও সীমিত জ্ঞান নিয়েই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে। ডিগ্রী ও মাস্টার ডিগ্রীর সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণসহ যাবতীয় কাজ একটা বোর্ডের অধীনে হতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে তা হচ্ছে। জরুরী ভিত্তিতে দেশের ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলোকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া উচিত এবং তথায় বিষয়ভিত্তিক অনার্স কোর্স চালু করা দরকার।

ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নিয়োগের যথাযথ নিয়ম পালন করা হয় না। সরকারী নিয়মানুযায়ী উচ্চ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞতাসহ কামিল ও এমএ-তে ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তবে উক্ত নিয়ম পালন করা হচ্ছে না। মাদ্রাসায় পড়ে শিক্ষার্থীগণ অক্ষম ও বেকার হয়ে পড়বে বলে অভিভাবক ও মেধাবী ছাত্রদের মনে যে সংশয় রয়েছে উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমেই তা দূর করা সম্ভব। ইসলামী শিক্ষার প্রতি বৈষম্য দূর করা গেলেই মেধাবী ছাত্র ও শিক্ষক আকৃষ্ট হবে এই শিক্ষার প্রতি এবং এর মধ্যেই বাংলাদেশ এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলামী উম্মার উন্নয়নে পথ উন্মুক্ত করা সম্ভব।

—মীর জুলফিকার তারেক